দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নের মূল বাধা শিক্ষা ভবন

শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ বাজেট দেয়া হয়। তারপরও শিক্ষার মান ও পরিবেশ দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। সুধী সমাজকে ভেবে দেখতে হবে কোন কালো হাতের ইশারায় এ সব হচ্ছে। শিক্ষা কেন দুর্নীতিতে বার বার চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে?

সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যত পদক্ষেপ নিচ্ছে শিক্ষা ভবন অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য শিক্ষাকে ধ্বংসের লক্ষ্যে যা যা করণীয় তাই করে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন আদেশই মানতে রাজি নয় শিক্ষা ভবন। যে কাজটি করতে ৭ দিন লাগার কথা সে কাজ ২/৩ বছরেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩১৭ জন প্রধান শিক্ষক দরকার। কর্মরত আছেন ৮২ জন। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ ৩৬৪টি, কর্মরত১৬৫ জন জেলা শিক্ষা অফিসার ৬৪ জনের মধ্যে কর্মরত ২৪ জন। উপ-পরিচালক ৯ জনের মধ্যে আছেন ১ জন। শিক্ষা ভবন সুদূর প্রসারি চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষা ভবনের আদেশ যে মানছে না শিক্ষা ভবন এবার তার উদাহরণ দিচ্ছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সমন্বয়ের আদেশ দিলে মাত্র কিছুসংখ্যক সমন্বয় করার পরও ৭০% সমন্বয় করা হয়নি। একই কর্মস্থলে ১০ বছরের অধিক সময় কর্মরত শিক্ষকদের অন্যত্র বদলির আদেশ দিলে শিক্ষা ভবন একজন শিক্ষককেও বদলি করেনি। ইতোমধ্যেই ৫ বছরের অধিক সময়ে শিক্ষকদের বদলি আদেশ দিলে শিক্ষা ভবন সারা দেশে শিক্ষককে আবার নতুন তথ্য চেয়ে ৩১ ডিসেম্বর '০৭ পর্যন্ত সকল বদলি স্থগিত করেছে।

তারপর জানুয়ারিতে ভর্তি পরীক্ষার অজুহাত তুলে কিছু দিন সময় নেবে। তারপর বলা হবে এসএসসি পরীক্ষার কথা। এর পর আসবে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। মূলত শিক্ষা ভবন ও ঢাকার শিক্ষকদের এ স্কুল থেকে ঐ স্কুলে বদলি করে হয়তো সরকারকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবে। শিক্ষা ভবনের কার্যকলাপই মূলত শিক্ষা ধ্বংসের মূল কারণ। শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে সহকারী পরিচালক হতে শুরু করে মহাপরিচালক পর্যন্ত সকল পদে প্রশাসনে লোকদের নিয়োগ দিতে হবে। কারণ সারা জীবন শিক্ষকতা করে হঠাৎ করে এত বড় চেয়ারে বসে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তাগণ।

মোঃ আকমল হোসেন
সহকারী শিক্ষক
পাবনা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
পাবনা।